بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু"

চার তারা

চার ইমামের তারকাখচিত জীবনকথা

আযান প্রকাশনী

/azanprokashoni

✤ লেখক :
আরিফুল ইসলাম

✤ প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা :
মাহামুদুর রহমান

সূচি পাতা

- ইমাম আবু হানিফা — ১১
  ৮০-১৫০ হিজরি
- ইমাম মালিক — ৩৭
  ৯৩-১৭৯ হিজরি
- ইমাম আশ-শাফে'ঈ — ৫৩
  ১৫০-২০৪ হিজরি
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল — ৭১
  ১৬৪-২৪১ হিজরি

❁ ❁ ❁

লেখকের কথা

চার মাজহাব, চার ইমাম বলতে আমরা সাধারণত বুঝি— চার মতাদর্শের চারজন ব্যক্তি। একজন যদি বলেন— ডানে যাও, তো আরেকজন বলেন— না, বামে যাও। অর্থাৎ, চার ইমাম মানে একে অন্যের সাথে 'যুদ্ধে' লিপ্ত থাকা চারজন ব্যক্তি!

যখন চার ইমাম সম্পর্কে জানতে গেলাম, পড়তে গেলাম, তখন যাস্ট অবাক হলাম। চারজনের জীবনী পড়ে যে মুগ্ধ হয়েছি, সেই মুগ্ধতা এখনো কাটেনি। চারজন সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। আমরা মনে করতাম- চারজন মনে হয় চারজনের প্রতিপক্ষ। অথচ তাঁদের জীবনী পড়ে দেখলাম, তারা একে অন্যের প্রতিপক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, তারা তো ছিলেন একে অন্যের সহযোগী, শুভাকাঙ্ক্ষী।

ইমাম আবু হানিফার প্রজ্ঞা সম্পর্কে ইমাম মালিক কী সুন্দর মন্তব্য মন্তব্য করেন। ইমাম আবু হানিফা নিজের প্রিয় ছাত্রকে পাঠান ইমাম মালিকের জ্ঞান আহরণের জন্য। ইমাম আশ-শাফেঈ ছিলেন ইমাম মালিকের ছাত্র। আবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ছিলেন ইমাম আশ-শাফে'ঈর ছাত্র। অন্যদিকে ইমাম আহমাদের বাল্যকালের শিক্ষক ছিলেন ইমাম আবু হানিফার প্রিয় ছাত্র। এ যেনো এক ফুলের মালা! বিভিন্ন বাগান থেকে, বিভিন্ন রকমের ফুল একটা মালায় গাঁথা!

ইমামদের ব্যক্তিজীবন নিয়েই 'চার তারা' বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারা কিভাবে বেড়ে উঠেন, কিভাবে ইলম অর্জন করেন, কিভাবে ইমামের আসন অলংকৃত করেন এবং শেষ জীবনে কিভাবে জুলুমের শিকার হোন; এই নিয়েই বইটি সাজানো।

ইমামদের জীবনের ঘটনাগুলো মূলত ধারাবাহিক গল্পাকারে সাজানোর চেষ্টা করেছি। সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার জীবনের ঘটনাগুলোর 'প্রাইমারি সোর্স' —এর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। আর বইয়ের 'লিমিটেশন' হলো- বাকি তিনজন ইমামের জীবনের ঘটনাগুলোর 'প্রাইমারি সোর্স' —এর রেফারেন্স না দিয়ে বইয়ের শেষে 'সেকেন্ডারি সোর্সগুলো' উল্লেখ করেছি। তথ্যগুলো যাচাই করার জন্য একজন দক্ষ ইতিহাস পাঠকের সহায়তা নিয়েছি।

ইমামদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার ছোট্ট প্রয়াস হিশেবেই মূলত বইটি লেখার প্ল্যান করি। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছেন।

বইটা পড়ে পাঠকের মনে ইমামদের সম্পর্কে আরো জানার তৃষ্ণা তৈরি হোক এটাই আমার প্রত্যাশা।

বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আযান প্রকাশনী করোনাকালে নানান ঝুঁকির মধ্য দিয়ে বইটি প্রকাশ করছে। আল্লাহ তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

"আমার এই লেখাগুলো যদি কারো মন কেড়ে নেয়
তা যেনো আমার নাম না এনে নাজাত এনে দেয়।"

- আরিফুল ইসলাম
১১ জুলাই, ২০২০

❀ চার তারা

H লেখক পরিচিতি :

আমি আরিফুল ইসলাম। ডাকনাম— আরিফ। পড়ালেখা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিখতে যতোটা না ভালোবাসি, তারচেয়ে বেশি পড়তে ভালোবাসি। পড়ার নির্যাসটুকু লেখার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

সেই প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে দুটো বইয়ে। সমকালীন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'আর্গুমেন্টস অব আরজু' এবং সমর্পণ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'প্রদীপ্ত কুটির' বইয়ে। 'চার তারা' বইটি আমার তৃতীয় বই।

◈ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে আরো তিনটি বই।

১. ওপারেতে সর্বসুখ (সমকালীন প্রকাশন)

২. তারা ঝলমল (সমর্পণ প্রকাশন)

৩. খোপার বাঁধন (সমর্পণ প্রকাশন)

ইমাম আবু হানিফা

ঈমানদীপ্ত ধীমান

❊ এক ❊

কুফা, খুলাফায়ে রাশেদার সর্বশেষ রাজধানী। উমর (রা:)'র খিলাফতকালে শহরটির পত্তন হয়। এই শহরে বসবাস করেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক প্রিয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে চারজনের কাছ থেকে কুরআন শেখার জন্য সাহাবীদেরকে পরামর্শ দেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:) ছিলেন তাদের একজন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদের (রা:) আগমনের ফলে কুফা খ্যাতি লাভ করে 'কুরআনের শহর' নামে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা:) ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় সহস্রাধিক সাহাবী কুফায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তারমধ্যে চব্বিশজন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। *[তাবাকাত ইবনে সা'দ: ৬/৯]*

কুফা নানান মতালম্বী মানষের আবাসস্থল। শি'আ, মুতাজিলা, খারেজীদের 'হোম টাউন' বলা যায় এই শহরকে। এই শহরের মসজিদে হত্যা করা হয় ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলীকে (রা:)। ইসলাম-পূর্ব খ্রিস্টানদের নানান মতালম্বীদের

মধ্যে যেমন বিতর্ক হতো এই শহরে, ইসলাম আগমনের পরও মুসলমানদের মধ্যকার নানান গ্রুপের বিতর্কস্থল হয়ে উঠে শহরটি।

['ঈমানদীপ্ত ধীমান' শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে হয় ঈমানদার জ্ঞানী। অর্থাৎ, একইসাথে ঈমান এবং জ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে এমন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সালমান আল-ফারসীর (রা:) উপর হাত রেখে বললেন, "ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের (সর্বোচ্চ নক্ষত্র) নিকট থাকলেও আমাদের কিছু লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি অবশ্যই তা পেয়ে যাবে।" [সহীহ বুখারী: ৪৮৯৭] এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণ বলেন, 'পারস্যের কোনো এক লোক' বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। বুখারীর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে মত পোষণ করেন [তাবে'ঈদ আল-সহীফা, পৃষ্ঠা ৪০৩]।*

আল্লাহ কুরআন নাজিল করেন আরবি ভাষায়। কুরআনের বাণী সর্বপ্রথম গ্রহণ করে আরবরা। কিন্তু, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই বিশ্ব-ধর্মের বেশিরভাগ ফকীহ হয়ে উঠেন অনারব। আরবি কুরআন, আরবি হাদীসের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে অনেকেই অবাক হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঈসা ইবনে মূসা নামের এক ধার্মিক ব্যক্তি।

একবার ঈসা ইবনে মূসা ইবনে আবী লাঈলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইরাকের সবচেয়ে বড় ফকীহ কে?"

— হাসান আল-বসরী।

— তারপর কে?

— মুহাম্মদ ইবনে সিরিন।

— তারা কারা?

— তারা দুজন অনারব।

— মক্কার সবচেয়ে বড় ফকীহ কারা?

— আতা ইবনে আবী রাবাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর।

— তারা কারা?

— তারা সবাই অনারব।

— মদীনার সবচেয়ে বড় ফকীহ কারা?

— যাঈদ ইবনে আসলাম, মুহাম্মদ ইবনে আল মুনক্কাদির এবং নুজাইহ ইবনে আবি নুজাইহ।

— তারা কারা?

— তারাও অনারব।

'তারাও অনারব' কথাটি শুনে ঈসা ইবনে মূসার মুখের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়। ইসলামের সবগুলো প্রধান শহরের প্রধান ফকীহগণ অনারব এই কথাটি যেন তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কুবার সবচেয়ে বড় ফকীহ কারা?"

— রাবী'আ আর রা'ঈ, ইবনে আবি'জ জিনাদ।

— তারা কারা?

— তারাও অনারব।

উত্তর শুনে ঈসা ইবনে মূসার মুখ ফ্যাঁকাসে হয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়েমেনের ফকীহ কারা?"

— তাউস, তাঁর ছেলে এবং ইবনে মুনাব্বাহ।

— তারা কারা?

— তারাও অনারব।

এবার আর তিনি বসে থাকতে পারলেন না। বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। "তাহলে খোরাসানের ফকীহ কে?"

— আতা ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খুরাসানী।

— তিনিও কি অনারব?

— হ্যাঁ, তিনিও অনারব।

রাগে গজগজ করা শুরু করলেন ঈসা ইবনে মূসা। কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "সিরিয়ার ফকীহ কে?"

— মাকহুল।

— এই মাকহুলটা আবার কে?

— একজন অনারব।

আবারো 'অনারব' শুনে ঈসা ইবনে মূসা জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন। মনে হচ্ছিলো, এই মূহুর্তে তিনি হার্ট-অ্যাটাক করবেন। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করলেন, "কুফার ফকীহ কারা?"

ইবনে আবী লাঈলা মনে মনে ভাবলেন, যদি আমি বলি কুফার সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন আল হাকিম ইবনে উত্বা এবং হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান, আর তারাও অনারব, তাহলে হয়তো লোকটা মারা যাবে। লোকটার ভয়ে তিনি বললেন, "ইব্রাহিম আন নাখাই এবং আশ-শা'বী।

— তারা কারা?

— তারা দুজন আরব।

এবার নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈসা ইবনে মূসা চিৎকার দিয়ে উঠলেন- আল্লাহু আকবার! অবশেষে তিনি প্রাণ ফিরে পেলেন। যাক, কুফায় অন্তত আরব ফকীহরা মর্যাদার আসনে আছেন।

❊ দুই ❊

সাবিত ইবনে যোতী নামের কুফার এক ধানাঢ্য কাপড়ের ব্যবসায়ী। খলিফা আলীর (রা:) সাথে তাঁর বাবার সুসম্পর্ক ছিলো। ছোটবেলায় তিনি মাঝেমাঝে বাবার সঙ্গে খলিফার সাথে দেখা করতে যেতেন।

সাবিতের বাবা নববর্ষের দিন খলিফার জন্য ফালুদা নিয়ে যেতেন। পারস্যের ফালুদা আলীর (রা:) খুব পছন্দের। ফালুদা খেয়ে তিনি শিশু সাবিত এবং তাঁর পরবর্তী বংশ-প্রজন্মের জন্য দু'আ করতেন।

৮০ হিজরীতে সাবিতের ঘরে এক পুত্র শিশুর জন্ম হয়। ছেলের নাম রাখেন নুমান। নুমান বিন সাবিত। তৎকালীন সময়ের ধনী পরিবারগুলোর একটা রীতি ছিলো। পরিবারগুলো তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বাল্যকালে কুরআন হাফেজ বানাতো। সেই রীতি অনুযায়ী, নুমান বিন সাবিতও বাল্যকালে কুরআন মুখস্ত করেন। সুমধুর তেলাওয়াতের গুণটিও তারমধ্যে ছিলো। প্রসিদ্ধ সাত কিরাতের মধ্যে আসিমের কিরাত তিনি ফলো করতেন।

ছোটবেলা থেকেই নুমান বাবার মতো কাপড়ের ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু, অতিরিক্ত মুনাফার্জন করতে গিয়ে তিনি মিথ্যের আশ্রয় নেননি। ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা এবং আমানতদারীতাকে পূঁজি করেই তিনি ব্যবসা করেছেন।

> রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "**ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়েই সত্য কথা বলে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি যথাযথ বর্ণনা করে, তবে তাদের কেনাবেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যে কথা বলে এবং ত্রুটি গোপন করে, তবে তাদের কেনাবেচায় বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।**" *[সহীহ বুখারী: ২১১০]*